দৈনিক বাংলা

তারিখ ...31 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

31

সমাবেশ : মিছিল : উত্তেজনা

ভার্সিটির ঘটনায় আহত আরও একজনের মৃত্যু

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববারের ছাত্র সংঘর্ষে আহত ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মী মিজানুর রহমান গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। মিজানের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা মিজানের লাশ নিয়ে মিছিল বের করলে বিবদমান ছাত্র সংগঠন দুটি আবার মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। তবে পুলিশের প্রশংসনীয় তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।

ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মী মিজানুর রহমান গতকাল সকাল নয়টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। রোববারের সংঘর্ষের সময় তার মাথায় গুলি লেগেছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় এই কদিন

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

মিজানুর রহমান

মিজানের লাশের পাশে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের কোন নির্দিষ্ট দল নেই।

বুধবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছাত্র মিজানুর রহমান মিজানের মৃত্যুতে সমবেত শোকাহত ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটির ঘটনায় আহত আরও একজনের মৃত্যু

(প্রথম পৃঃ পর)

তিনি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মিজান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার ছন্দপাড়া গ্রামে। মিজানকে নিয়ে রোববারের ছাত্র সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো চারজন।

মিজানের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মীরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভিড় জমায়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে দশটায় মিজানের লাশ দেখার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন।

দুপুর দুইটায় ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মীরা মিজানের লাশ নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে একটি জঙ্গী বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে ফুলার রোড হয়ে কলাভবনের দিকে অগ্রসর হলে ক্যাম্পাসে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে মির্জা ও লিটনের স্মরণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মিলাদ মাহফিল চলছিল। ছাত্রলীগের মিছিল অপরাজেয় বাংলার সামনে গিয়ে সমাবেশ শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ক্যাম্পাসে আগে থেকে মোতায়েন করা শত শত পুলিশ এ সময় পুরো কলাভবন এলাকা কর্ডন করে রেখেছিল। পুলিশের অনুরোধে ছাত্রলীগ (শা-অ) নেতারা মিছিল নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের দিকে চলে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

শোক সমাবেশ

মিজানের মৃত্যুতে ছাত্রলীগের (শা-অ) উদ্যোগে বেলা আড়াইটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাহে আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শোক সমাবেশে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এমপি, মোঃ কামরুজ্জামান, খ ম জাহাঙ্গীর, ছাত্রলীগ নেতা গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী।

তোফায়েল আহমদ মিজানের মৃত্যুর জন্য সরকারী ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বকে দায়ী করে বলেন, দুই গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধের সময় মিজান গুলিবিদ্ধ হন। তোফায়েল বলেন, আমরা আশা করেছিলাম দীর্ঘ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পর গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে আর কোন ছাত্রকে লাশ হতে হবে না। কিন্তু জনগণের সে আশা পূরণ হয়নি।

তিনি সংঘাতের জন্য সরকারী প্রেস নোটে ছাত্রলীগকে দায়ী করার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই প্রেসনোটের কারণেই সারাদেশে ছাত্র সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে।

সমাবেশ শেষে মিজানের লাশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে নিয়ে রাখা হয়। বাদ আছর বায়তুল মোকাররম মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে লাশ নারায়ণগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ছাত্রদলের মিলাদ মাহফিল

নিহত ছাত্রনেতা মির্জা ও লিটনের স্মরণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মির্জা ও লিটনের হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নগর ছাত্রদলের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন ছাত্রদল নেতা রিজভী আহমদ, নাজিমুদ্দিন আলম, ফজলুল হক মিলন, ইলিয়াস আলী, মীর সরাফত আলী সপু, জাকির হোসেন ও জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলা।

ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশ

ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশ

শিক্ষাঙ্গনে লাগামহীন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার জন্য সরকারের সমালোচনা করা হয় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়। এতে বক্তৃতা করেন রুহিন হোসেন প্রিন্স, কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, সুনীল দাস, শহীদুল ইসলাম লিটন, পথিক সাহা ও মাসুদ আরা রশ্মি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ছাত্রলীগ নেতা মিজান হত্যার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত রাতে শহরের ২নং রেল গেইটে আয়োজিত জেলা ও শহর ছাত্রলীগের এক বিক্ষোভ সমাবেশে